প্রথম আলো

তারিখ ..... 7 FEB 2009
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৫ .....

সৈয়দ নজরুল পাঠাগারটি সাত বছর ধরে বন্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক, কিশোরগঞ্জ ●

বর্ষা মৌসুমে টিনের চাল দিয়ে পানি পড়ে। নষ্ট হয়ে গেছে ঘরটির দরজা-জানালা ও আসবাব। ভেতরের যেসব বই ছিল, সেগুলোরও জীর্ণ দশা।

সাত বছর ধরে বন্ধ এই ঘরটিই সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্মৃতি পাঠাগার। আর্থিক সংকট ও প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার যশোদল ইউনিয়নে প্রতিষ্ঠিত এই স্মৃতি পাঠাগারটি সাত বছর ধরে বন্ধ পড়ে আছে। এর জন্য যে সরকারি জায়গা দেওয়া হয়েছিল, তাও বেদখল হয়ে গেছে। এলাকাবাসীসহ জেলার সচেতন মহল পাঠাগারটি চালু করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সরকারের কাছে দাবি করেছে।

এলাকাবাসী ও সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ১৯৯৫ সালে যশোদল ইউনিয়নের তৎকালীন চেয়ারম্যান ফজলুল হক সাদির এলাকার কয়েকজন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির সহায়তায় পাঠাগারটি প্রতিষ্ঠা করেন। দেশের প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের স্মৃতিকে ধরে রাখার প্রয়াসে তাঁর গ্রামের বাড়ি যশোদলে পাঠাগারটি গড়ে তোলা হয়।

এলাকাবাসী জানায়, শুরুতে ৮৪ জন সদস্য প্রতি মাসে ১০ টাকা হারে চাঁদা দিয়ে পাঠাগারের ব্যয় নির্বাহ করতেন। সদস্যরা নিজেরাই প্রায় দেড় হাজার বই সংগ্রহ করেন। তাছাড়া তৎকালীন ইউনিয়ন পরিষদের সহায়তায় চেয়ার-টেবিল, আলমারি, বুকসেলফ প্রভৃতি সংগ্রহ করে যশোদল ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব একটি ঘরে পাঠাগারটির কার্যক্রম শুরু করা হয়। একজন লাইব্রেরিয়ান ও একজন পাহারাদারের খরচও সদস্যরা চাঁদা তুলে সংগ্রহ করতেন। পাঠকদের চাহিদানুযায়ী বইয়ের পাশাপাশি কয়েকটি দৈনিক পত্রিকাও রাখা হতো। সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে পাঠাগারটি নিবন্ধন করার পর কিছু অর্থসহায়তা পাওয়া গেলেও তা বেশি দিন ধরে রাখা যায়নি। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২০০২ সালে পাঠাগারটির কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়।

পাঠাগারের বর্তমান সভাপতি যশোদল ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান মো. জাহেদ মিয়া *প্রথম আলোকে* জানান, পাঠাগারের ঘরটি কার্যত ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। পাঠাগারের জন্য স্থায়ী জমি ও ঘর প্রয়োজন।

পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান ফজলুল হক সাদির বলেন, কিশোরগঞ্জের সাবেক জেলা প্রশাসক এ এম এম ফরহাদ ও সাবেক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (সদর) অশোক মাধব রায় পাঠাগারটির জন্য যশোদল বাজারের সঙ্গে ৩০ শতাংশ খাসজমি বরাদ্দ দিয়েছিলেন। কিন্তু একপর্যায়ে জমিটি বেদখল হয়ে যায়। এ নিয়ে আদালতে মামলাও চলছে।